দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 01 SEP 2008
পৃঃ ৩ কলাম ৩

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ গতকাল বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

মানারাত বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে : প্রেসিডেন্ট

বাসস : প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত বিপণন ও প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জগুলো সাফল্য ও আস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। গতকাল ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তনে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদের জ্ঞান অন্বেষণে নিয়োজিত করতে হবে, যা সঠিক পথের নির্দেশ দেবে।' মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুর রব, মানারাত ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান এবং স্নাতকপ্রাপ্তদের পক্ষে ইউসুফ শরীফ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ সমাবর্তন বক্তব্য প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভিসি প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, শিক্ষাগত চেতনা এবং গুণগত শিক্ষা প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে দেশের সেবা করার জন্য নতুন স্নাতকপ্রাপ্তদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া এবং সুখী ও সমৃদ্ধ রূপান্তরের পালা এখন আপনাদের।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, স্নাতকগণ দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যক্তিগত সততা ও চারিত্রিক অখণ্ডতা, সামাজিক দায়িত্ব এবং অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটাবেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, বিশাল জনসংখ্যা, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্র্য এবং ধৈর্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেশের অমূল্য সম্পদ এবং তা অনুপ্রেরণা ও গর্বের উৎস। প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন বলেন, 'কিন্তু আমরা এখনো আমাদের সম্পদ ও শক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করছি না'। তিনি আরো বলেন, 'আমরা যদি দেশের বিপুল জনশক্তিকে শিক্ষিত এবং দক্ষ করে তুলতে পারি, তবে তারা আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।' প্রেসিডেন্ট বলেন, একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রধানত তার শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের ওপর নির্ভরশীল। অতএব এই তরুণ প্রজন্মের যথাযথ পরিচর্যার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তিনি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অধ্যাপক ফায়েজ বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অবশ্যই নতুন প্রজন্মকে নতুন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, পাবলিক সার্ভিস ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানের সামর্থ্য অর্জনের মতো শিক্ষা দিতে হবে। তিনি বলেন, 'নতুন গ্র্যাজুয়েটরা তাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সততার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।' অধ্যাপক রব বলেন, নতুন গ্র্যাজুয়েটদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, জাতি ও দেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চলবে না। তিনি আরো বলেন, 'তুমি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমার অংশটুকু গ্রহণ করেছ, এখন অন্যদের সেবায় তোমার নিয়োজিত হওয়ার পালা।' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩শ' গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। তাছাড়া ৮ জন ছাত্র চমৎকার ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করে।